ইউনিট ৬

অর্থ ও ব্যাংকিং
Money and Banking

অর্থ ছাড়া আধুনিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে চিন্তাই করা যায় না। বিনিময় কার্য ছাড়াও অর্থ আজকাল মূল্যের পরিমাপক, মূল্যের সরবক্ষক ও স্থগিত লেনদেনের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, জনগণের সঞ্চয়ী আমাণত সংরক্ষণ, অর্থসৃষ্টি, অর্থের যোগাণ নিয়ন্ত্রণ, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি কাঠসাধনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ব্যাংক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ইউনিটে অর্থ ও ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ-১ এ অর্থের পরিমাণতত্ত্ব, পাঠ-২ এ অর্থের কার্যাবলি, অর্থবাজার, অর্থের যোগান ও চাহিদা, পাঠ-৩ -এ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী এবং পাঠ-৪ এ মূদ্রাস্ফীতির ধারণা, কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট-৬

পাঠ-১ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money)

এ পাঠ শেষে আপনি-

- Monetarist অর্থনীতিবিদ এবং তাপেঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সাধারণ দামস্তরের নির্ধারক আর্থিক ও অ-আর্থিক উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য বিশেণ্ডষণ করতে পারবেন
- নগদ লেনদেন তত্ত্ব ও নগদ-ব্যাল্যান্স তত্ত্ব ব্যাখ্যা পারবেন।

ভূমিকা

ক্ল্যাসিক্যাল সমষ্টিক অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষণ প্রক্রিয়ায় যে দুটো তত্ত্ব সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তার একটি হচ্ছে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব[*]। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাথে জড়িত অর্থনীতিবিদগণ সাধারণভাবে অর্থবাদী বা Monetarists হিসেবে পরিচিত। একজন প্রতিনিধিত্বশীল (typical) monetarist রাজনৈতিকভাবে সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়ে থাকেন। তাঁদের মতে, একটি অর্থনীতিতে সরকারী হস্তক্ষেপ শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তা নয়, বরং সরকারের অংশগ্রহণ সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে বেশী। অর্থবাদীরা মনে করেন যে, বেসরকারী বাজার ব্যবস্থাই হচ্ছে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বন্টনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অর্থনৈতিক অস্থিরতা (economic fluctuations) দূর করার জন্য এ সকল অর্থনীতিবিদ সরকারের রাজস্বনীতির চেয়ে আর্থিকনীতিকে অধিকতর কার্যকরী মনে করেন। তাঁদের মতে, অর্থের যোগান বৃদ্ধির হার হচ্ছে আর্থিক জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় নির্ধারক। তাঁরা এও বলে থাকেন যে, সরকারের রাজস্বনীতি (যেমন সরকারী ব্যয়, কর-হারের হ্রাস-বৃদ্ধি, ভতুর্কি প্রদান প্রভৃতি শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের খাতভিত্তিক বন্টনের (composition) পরিবর্তন ঘটাতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে আর্থিক জাতীয় আয়ের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাতে রাজস্বনীতি খুব সামান্যই কার্যকর হয় অথবা মোটেই কার্যকর হয় না যদি না গৃহীত রাজস্বনীতি অর্থের যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে।

উপরের বক্তব্যটুকু মনে রেখে আমরা এখন অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বিশেণ্ডষণ করব।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity Theory of Money)

একটি অর্থনীতিতে সাধারণ দামস্তরের উঠা-নামা আর্থিক এবং অ-আর্থিক (Monetary and Non-monetary) উভয় প্রকারের উপাদানের ওপর নির্ভর করে। অর্থবাদীদের (monetarists) মতে, অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনই হচ্ছে সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তনের মূল কারণ। অ-আর্থিক ব্যাখ্যা অনুসারে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, আবহাওয়া প্রভৃতি দামস্তরের পরিবর্তনের জন্য দায়ী। দামস্তর পরিবর্তনের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি **অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব** নামে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকেই অর্থের পরিমাণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। মনে করা হয় যে, ফরাসী অর্থনীতিবিদ জীন বোদিন (Jean Bodin) ১৫৬৮ সালে সর্বপ্রথম অর্থের পরিমাণ এবং দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রাথমিক ফলাফল বিশেণ্ডষণে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের পরিমাণ বা যোগানের পরিবর্তন সাধারণ দামস্তরের সমানুপাতিক পরিবর্তন ঘটায়। অর্থের পরিমাণ এবং সাধারণ দামস্তরের এ সম্পর্কটি অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব নামে অর্থনীতিতে স্থায়ী আসন লাভ করে। সময়ের প্রবাহে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ লাভ করে। কিন্তু এর মূল সুরের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বর্তমান আলোচনায় আমরা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের প্রধান দুটো প্রকারভেদ (version) বিশেণ্ডষণ করব। এ দুটো প্রকারভেদ হচ্ছে যথাক্রমে নগদ-লেনদেন তত্ত্ব বা বিনিময় সমীকরণ এবং নগদ-ব্যালান্স তত্ত্ব বা ক্যামব্রীজ সমীকরণ।

অনুশীলন

৫ টি আর্থিক উপজোন ও ৩ টি অ-আর্থিক উপাদানের নাম লিখুন। এসব উপাদানগুলোর দামস্তরকে প্রভাবিত করে কি? চিন্তা করুন ও লিখুন।

[*] অপর তত্ত্বটি সে'র বিধি (Say's Law) নামে পরিচিত। এ বিধির মূলকথা হলো-যোগান তার নিজস্ব চাহিদা সৃষ্টি করে (Supply creates its own demand)। সুতরাং একটি অর্থনীতিতে স্থায়ীভাবে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার অতিরিক্ত যোগান থাকতে পারে না। অন্য কথায়, বাজার অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মেই সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের সমতা বিরাজ করবে। এ সম্পর্কে আপনি এ কোর্সের ইউনিট-৩ এর পাঠ-২ থেকে বিস্তারিত জেনেছেন।

নগদ-লেনদেন তত্ত্ব বা বিনিময় সমীকরণ (Cash-transactions theory or the Equation of Exchange)

আমেরিকান অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশার (Irving Fisher) এ তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাই এ তত্ত্বটি **ফিশারের সমীকরণ** নামেও পরিচিত। ফিশার একটি সরল অভেদের (Simple identity) মাধ্যমে তাঁর আলোচনা শুরু করেন। ফিশারের মতে, বিক্রীত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্য এবং মোট অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ পরস্পর সমান। এ ব্যক্তব্যটি সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় -

$$MV = PQ$$

যেখানে,

M = প্রচলিত অর্থের গড় পরিমাণ

V = প্রচলিত অর্থের গতিবেগ*

Q = দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বস্তুগত পরিমাণ এবং

P = সাধারণ দামস্তর

ফিশারের সমীকরণটি যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এটিকে একটি অভেদ ছাড়া কিছুই বলা যায় না। অর্থাৎ সমীকরণটির উভয়পক্ষ সংজ্ঞাগতভাবে সমান। একটু বিশেগুষণ করলেই বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝা যাবে। মনে করি, প্রচলিত অর্থের পরিমাণ ১০০ টাকা এবং প্রতিটি টাকা বছরে গড়ে ৫ বার চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা লেনদেনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অর্থের কার্যকর বা প্রকৃত পরিমাণ হচ্ছে (১০০×৫) = ৫০০ টাকা। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, MV = অর্থের কার্যকর যোগান। অন্যদিকে, PQ নির্দেশ করছে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্য বা আর্থিক জাতীয় আয়। সুতরাং Q পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হলে MV পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। কাজেই PQ অর্থের কার্যকর চাহিদা নির্দেশ করছে। অন্যভাবে বলা যায়, MV হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং PQ হচ্ছে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ। জাতীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহের ধারণা থেকে আমরা জানি যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পরস্পর সমান। সুতরাং MV=PQ একটি অভেদ বা identity।

একটি অভেদ বা identity কখনও তত্ত্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে এটিকে একটি ভারসাম্যের শর্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, ফিসারের সমীকরণ দ্বারা কীভাবে অর্থের পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্যের আনুপাতিক সম্পর্ক দেখানো যায়? ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, V এবং Q উভয়ই স্বল্পকালে স্থির। V -এর মান নির্ধারিত হয় জনসংখ্যার লেনদেন আচরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড দ্বারা। স্বল্পকালে এ ধরনের আচরণ অপরিবর্তিত থাকে -এ অনুমানের (assumption) ভিত্তিতে বলা যায় যে, স্বল্পকালে V স্থির থাকবে। অন্যদিকে, Q স্থির। কারণ ক্ল্যাসিকেল অর্থনীতিবিদদের মতে, অর্থনীতিতে সব সময় পূর্ণনিয়োগ বিরাজমান Q পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বস্তুগত পরিমাণ নির্দেশ করে। V ও Q স্থির থাকলে M ও P এর সম্পর্ক হবে আনুপাতিক। কারণ MV = PQ থেকে আমরা পাই-

$$P = \frac{MV}{Q} = \left(\frac{V}{Q}\right)M$$

V এবং Q স্থির থাকলে $\frac{V}{Q}$ হবে একটি স্থির রাশি। সুতরাং M বাড়লে আনুপাতিক হারে P বাড়বে। একটি উদাহরণের সাহায্যে M ও P -এর আনুপাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করুন, প্রাথমিকভাবে।

V = ৫

M = ১০ মিলিয়ন টাকা

Q = ২ মিলিয়ন একক

এক্ষেত্রে, $P = \left(\frac{V}{Q}\right)M$

---

* অর্থের গতিবেগ (Velocity of money): অর্থের গতিবেগ বলতে অর্থ একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বছরে) কত সংখ্যকবার চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা লেনদেনে ব্যবহৃত হয় তাবুঝায়। উপরের সমীকরণে, $V = \frac{PQ}{M}$। এখানে PQ হচ্ছে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বাজার মূল্য অর্থাৎ আর্থিক জাতীয় আয়। সুতরাং $V = \frac{\text{আর্থিক জাতীয় আয়}}{\text{প্রচলিত অর্থের গড় পরিমাণ}}$

$$= \left(\frac{৫ \times ১০}{২}\right) = ২৫ \text{ টাকা}$$

এখন মনে করুন, M বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে; অর্থাৎ M = ২০ মিলিয়ন টাকা। V এবং Q স্থির থাকলে $P = \left(\frac{৫ \times ১০}{২}\right) = ৫০$ টাকা হবে যা পূর্বের দামস্তরের দ্বিগুণ।

MV = PQ এ সমীকরণে M বলতে ফিশার শুধুমাত্র **আইনানুগ অর্থ (fiat Money)** অর্থাৎ ধাতব মুদ্রা, কাগজী-মুদ্রা ও ব্যাংকের চলতি আমানতকে বুঝিয়েছেন; **প্রায়-অর্থ (near money)** অর্থাৎ সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতসমূহ ফিশারের আলোচনায় স্থান পায়নি*। মনে করি প্রায়-অর্থের প্রচলিত পরিমাণ = M' এবং গতিবেগ = V'। এক্ষেত্রে ফিশারের সমীকরণটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$PQ = MV + M'V'$$

$$\text{বা } P = \frac{MV + M'V'}{Q}$$

$$\text{বা } P = \left(\frac{V}{Q}\right)M + \left(\frac{V'}{Q}\right)M'।$$

V এবং Q এর মতো V' ও যদি স্থির হয় তাহলে P এর সাথে M ও M' -এর সম্পর্ক হবে ধনাত্বক এবং আনুপাতিক।*

অনুশীলন

ধরুন, একটি অর্থনীতিতে গত বছর মোট উৎপাদনের পরিমাণ = ৫ মিলিয়ন একক, অর্থের মোট যোগান = ১০ মিলিয়ন টাকা, দামস্তর = ৪ টাকা ছিল। এ বছর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৬ মিলিয়ন একক ও দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে ৫ টাকা হয়েছে। অর্থের যোগান স্থির রয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থের গতিবেগের কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? চিন্তা করুন ও লিখুন।

অর্থের নগদ-ব্যাল্যান্স তত্ত্ব বা ক্যামব্রীজ সমীকরণ
(Cash-balances Theory of Money or the Cambridge Equation)

ইংল্যান্ডের ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall), এ.সি. পিগু (A.C. Pigou), জে.এম. কেইনস (J.M. Keynes) এবং ডি.এইচ. রবার্টসন (D.H. Robertson) প্রমূখ অর্থনীতিবিদগণ নগদ-ব্যাল্যান্স তত্ত্ব তথা ক্যামব্রীজ সমীকরণের প্রবক্তা। ফিশারের সমীকরণের মূল দৃষ্টি ছিল অর্থের প্রচলিত গতিবেগের উপর। অন্যভাবে বলা য ায়, ফিশারের তত্ত্বের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অর্থ ব্যয়ের হার এবং এর নির্ধারক বিষয়সমূহ। অন্যদিকে, নগদ-ব্যাল্যান্স তত্ত্ব হচ্ছে অর্থের চাহিদা ও মূল্য তত্ত্বের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। নগদ ব্যল্যান্স তত্ত্ব বা ক্যামব্রীজ সমীকরণটি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় -

$$M = \Bbbk Y = \Bbbk PQ$$

যেখানে,

M = অর্থের পরিমাণ

Y = জাতীয় আয় যা ফিশারের বিনিময় সমীকরণের PQ -এর সমার্থক এবং

$\Bbbk$ = জনগণের আর্থিক আয়ের একটি অনুপাত (proportion) যা তারা নগদ-ব্যাল্যান্স হিসেবে রাখতে চায়।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, জনগণ তাদের আয়ের একটি অংশ নগদ-ব্যাল্যান্স হিসেবে হাতে রাখতে চাইবে। ব্যক্তিবর্গ তাদের আয় পেয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক)। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার লেনদেন একটি অবিচ্ছিন্ন (continuous) প্রক্রিয়া। সুতরাং আয় প্রাপ্তির মধ্যেকার সময়-ব্যবধানে লেনদেন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ তার একটি নির্দিষ্ট অংশ বা অনুপাত নগদ হিসাবে রাখবে।

ফিশারের সমীকরণের মতো ক্যামব্রীজ সমীকরণকেও একটি অভেদ বা identity হিসেবে বর্ণনা করা যায়। উপরের সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি -

* Fait money ও Near money সম্পর্কে পরবর্তী পাঠ দুটোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

$$\mathbb{k} = \frac{M}{Y} \text{ বা } \frac{M}{PQ}$$

এক্ষেত্রে $\mathbb{k}$ এমন কোন মান গ্রহণ করবে যা M এবং $\mathbb{k}Y$ -এর সমতা বিধান করতে সক্ষম। এখন মনে করুন, $\mathbb{k}$ হচ্ছে জনগণের আর্থিক আয়ের একটি কাংখিত (preferred or desired) অনুপাত যা তারা নগদ ব্যাল্যান্স হিসেবে হাতে রাখতে চায়। এক্ষেত্রে ক্যামব্রীজ সমীকরণটি অর্থের যোগান ও অর্থের চাহিদার ভারসাম্যের একটি শর্ত যেখানে $\mathbb{k}Y = \mathbb{k}PQ$ অর্থের বা আর্থিক ব্যাল্যান্সের চাহিদা নির্দেশ করে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মনে করুন, $\mathbb{k}$ = .২৫ (অর্থাৎ জনগণ তাদের আর্থিক আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ নগদ-ব্যাল্যান্স হিসেবে রাখতে চায়), Y = PQ = ১০০০ মিলিয়ন টাকা। সুতরাং জনগণের কাংখিত নগদ-ব্যাল্যান্সের পরিমাণ = (.২৫*১০০০) = ২৫০ মিলিয়ন টাকা। এখন M বা অর্থের যোগানের পরিমাণ যদি ২৫০ মিলিয়ন টাকা হয় তাহলে অর্থ-বাজারে ভারসাম্য বিরাজ করবে। অর্থের যোগানের পরিমাণ কম বা বেশী হলে অর্থবাজারে ভারসাম্যহীনতা (disequilibrium) দেখা দেবে।

আমরা জানি, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অর্থের যোগানের পরিবর্তনের সাথে দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক নির্ধারণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফিশারের সমীকরণের মতো ক্যামব্রীজ সমীকরণও কি অর্থের যোগান ও সাধারণ দামস্তরের মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক নির্দেশ করে? এক কথায়, এর উত্তর হলো 'হ্যাঁ'। ক্যামব্রীজ সমীকরণটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলেই আমরা এর সত্যতা প্রমান করতে পারব।

$M = \mathbb{k}Y = \mathbb{k}PQ$

বা $P = \frac{M}{\mathbb{k}Q}$

V ও $\mathbb{K}$ -এর সম্পর্ক: ফিশারের সমীকরণে $V = \frac{PQ}{M}$ এবং ক্যামব্রীজ সমীকরণে $\mathbb{K} = \frac{M}{PQ}$। সুতরাং $\mathbb{k} = \frac{1}{v}$ বা $v = \frac{1}{K}$, অর্থাৎ v এবং $\mathbb{k}$ পরস্পরের ব্যস্ত-অনুপাত (reciprocal) বা বিপরীত।

এখন মনে করি, $\mathbb{k}$ এবং Q স্থির। কাজেই M বাড়লে সমানুপাতিক হারে P বাড়বে। বস্তুত: যে সব উপাদান V -এর মানের নির্ধারক, সে সব উপাদান $\mathbb{k}$ -এর মানেরও নির্ধারক। তবে দামস্তরের পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের প্রত্যাশা এবং বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত আয় প্রভৃতিও $\mathbb{k}$ -এর মানকে প্রভাবিত করতে পারে যা V -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং $\mathbb{k}$ -এর মান V অপেক্ষা কিছুটা কম অনমনীয় (rigid) হতে পারে। অর্থাৎ ফিশারের সমীকরণের মতো ক্যামব্রীজ সমীকরণ অর্থের যোগান ও সাধারণ দামস্তরের সম্পর্ক কঠোর (strict) অনুপাতের মাধ্যমে বিচার করে না।

অনুশীলন

ধরুন, P = ১০ টাকা, Q = ২ মিলিয়ন একক, M = ১০ মিলিয়ন টাকা। $\mathbb{k}$ এর মান বের করুন। যদি P = ২০ টাকা হয় এবং Q,M স্থির থাকে তাহলে $\mathbb{k}$ এর মানের কী পরিবর্তন হবে? লিখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. অর্থবাদীদের মতে সরকারের রাজস্বনীতি অপেক্ষা আর্থিকনীতি অধিকতর কার্যকর - সত্য/মিথ্যা

২. কর হারের পরিবর্তন আর্থিক নীতির একটি হাতিয়ার - সত্য/মিথ্যা

৩. বিনিময় সমীকরণটির প্রবক্তা হলেন জে.এম. কেইনস - সত্য/মিথ্যা

৪. v এবং $\mathbb{k}$ পরস্পরের ব্যস্ত-অনুপাত - সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

৪. নিচের ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করুন-

   ১. Monetarist

   ২. সে'র বিধি

   ৩. প্রচলিত অর্থের গতিবেগ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী?

২. ফিশারের সমীকরণটি বিশেষণ করুন। কোন অর্থে এটি একটি অভেদ?

৩. ক্যামব্রীজ সমীকরণটি ব্যাখ্যা করুন। ফিশারের সমীকরণের সাথে এর কোন পার্থক্য আছে কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. কোনটি অ-আর্থিক উপাদান

ক. অর্থের যোগান

খ. দুর্ভিক্ষ

গ. আয়

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. সর্বপ্রথম আয়ের পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন

ক. জে. এম. কেইনস

খ. এ্যাডাম স্মিথ

গ. জীন বেদিন

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. নিচের কোনটি কিন্সারের সমীকরণ

ক. $MV = PQ$

খ. $M = \Bbbk Y$

গ. $M = \Bbbk PQ$

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৪. প্রচলিত অর্থের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে যদি

ক. আর্থিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়

খ. প্রচলিত অর্থের গড় পরিমাণ বৃদ্ধি পায়

গ. আর্থিক জাতীয় আয় হ্রাস পায়

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৫. নিচের কোন্‌টি ক্যামব্রীজ সমীকরণ

ক. $MV=PQ$

খ. $M=\Bbbk Y$

গ. $MV=Y$

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সমস্যা

ধরুন, একটি দেশের অর্থের মোট যোগান = ১০ মিলিয়ন টাকা, মোট উৎপাদন = ৩ মিলিয়ন একক, দামস্তর = ১০ টাকা। এক্ষেত্রে অর্থের গতিবেগ কত? অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে যদি ১৫ মিলিয়ন টাকা হয় তাহলে দামস্তরের কী পরিবর্তন হবে?

পাঠ-২ অর্থ বাজার - অর্থের চাহিদা ও যোগান (Money Market - Demand and supply of money)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- দৈনন্দিন জীবনে অর্থের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার তথা কার্যাবলী সম্পর্কে বলতে পারবেন
- অর্থ বাজারের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- অর্থের বিভিন্ন প্রকার চাহিদার পার্থক্য বলতে পারবেন
- অর্থের যোগান সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বিভিন্ন প্রকার অর্থের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থের প্রচলন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অত্যন্ত সহজভাবে সম্পাদিত হতে সহায়তা করছে। তবে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অর্থের কার্যাবলীতেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন - আদিকালে অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করত, বর্তমানকালে বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও মূল্যের পরিমাপক, মূল্যের সংরক্ষক ও স্থগিত লেনদেনের পরিমাপক হিসেবে অর্থের ব্যবহার হচ্ছে। মোটকথা, অর্থ ছাড়া বর্তমানে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে চিন্তা করা দূরূহ ব্যাপার। তাই অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বুঝতে হলে অবশ্যই অর্থ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ পাঠে আমরা প্রথমে অর্থের সংজ্ঞা সম্পর্কে জানব। পরবর্তীতে আয়ের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা, অর্থের যোগান, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক নীতি ও তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

অর্থের সংজ্ঞা

এক কথায়, অর্থের সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অবসানের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাগজী এবং ধাতব মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে, দৈনন্দিন জীবনে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত কাগজী এবং ধাতব মুদ্রাকে অর্থ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে অর্থকে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। এসব দৃষ্টিভংগীর (approach) বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। তবে অর্থের কার্যাবলী এবং অর্থের যোগান ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করা সম্ভব। এখন আমরা অর্থের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করব।

অর্থের প্রথাগত সংজ্ঞা: অর্থ হলো এমন ধরনের সম্পদ যা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার বদলে সাধারণভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য।

অর্থের যোগান সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

অর্থের কার্যাবলী

অর্থনীতিবিদ Walker -এর মতে, অর্থের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়াই হলো অর্থ (æMoney is as money does")। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে অর্থের নিম্নোক্ত চার প্রকার সাধারণ কার্যাবলী চিহ্নিত করা যায়:

বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange): অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার। একজন ভোক্তা অর্থের মাধ্যমে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান তথা বিক্রেতাদের নিকট থেকে ক্রীত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য পরিশোধ করে থাকেন। একইভাবে, উৎপাদনপ্রতিষ্ঠান সমূহ পরিবারবর্গ থেকে ভাড়াকৃত উপকরণসমূহের (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) সেবা ব্যবহারের মূল্য অর্থের মাধ্যমে (খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা) পরিশোধ করে থাকেন। অর্থের অনুপস্থিতিতে উপরোক্ত ধরনের লেনদেন যে অত্যন্ত কঠিন একটি প্রক্রিয়া হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। মনে করুন, আপনি একটি ঔষধ-কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধি। মাসের শেষে আপনাকে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের মাধ্যমে বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজন চাল-ডাল-লবন-চিনি-বস্ত্র প্রভৃতি। আপনাকে এমন সব লোকের সন্ধান করতে হবে যারা ঔষধের বদলে উল্লেখিত দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় করতে প্রস্তুত। কাজটি হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু খুবই কঠিন এবং সময়-সাপেক্ষ। সুতরাং আমরা বলতে পারি, অর্থের প্রচলন লেনদেন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে।

মূল্যের পরিমাপক (Standard Unit of Account): লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে অর্থ ব্যবহারকারী একটি অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'অর্থ' একটি সাধারণ মাপকাঠি (numeraire) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শার্টের দাম ৩০০ টাকা, এক কেজি চিনির দাম ৩৫ টাকা ইত্যাদি। অর্থের অনুপস্থিতিতে, দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়ের জন্য একটি সাধারণ পরিমাপক খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ এক একটি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন এককের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্র পরিমাপ করা হয় গজ বা মিটারে, চিনি পরিমাপ করা হয় গ্রাম (gram) -এর সাহায্যে এবং তেল, দুধ প্রভৃতি পরিমাপ করা হয় লিটারে।

মূল্যের বা মূল্যমানের সংরক্ষক (Store of value): এখানে মূল্য (Value) বলতে অর্থের সেই ক্ষমতাকে বুঝানো হয়েছে যা ভোক্তাদের সন্তুষ্টিবিধান করতে সক্ষম এমন সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারে। একজন ব্যক্তি তাঁর আয় বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করার জন্য সঞ্চয় করতে পারেন। আপনি যদি আজ ৫০০ টাকা ব্যয় না করেন তবে তা আগামীকাল ভোগের নিমিত্তে ব্যবহার করতে পারেন। দৈনন্দিন জীবনে আমরা সবাই কিছু পরিমাণ অর্থ হাতে রাখি যা দিয়ে সাপ্তহিক বা মাসিক ভোগ-ব্যয় মিটিয়ে থাকি। সঞ্চয়ের বাহন তথা মূল্যমানের সংরক্ষক হিসেবে অর্থের এ-ভূমিকা স্বল্পকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির (মুদ্রাস্ফীতি) ফলে অর্থের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পেতে পারে। অবশ্য একজন ব্যক্তি তাঁর সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রেখে মূল্যমান বাড়াতে পারেন (যদি সুদের হার মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে বেশী হয়)।

স্থগিত লেনদেনের পরিমাপক (Standard of Deferred Payment): একটি অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকারের লেনদেন একটি সময়-ব্যবধানে (Over a period of time) সংঘটিত হতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যসামগ্রী ধারে কেনাবেচা হতে পারে, ব্যয়বহুল টেকসই দ্রব্যসামগ্রী (durable goods) অগ্রিম প্রদানের (down-payments or hire purchase) মাধ্যমে লেনদেন হতে পারে। এ ধরনের স্থগিত লেনদেনের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহারযোগ্য একটি আদর্শ মানদন্ডের (standard unit) প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 'অর্থ' যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম সেহেতু স্থগিত লেনদেনের মাপকাঠি হিসেবে এর কোন বিকল্প নেই।

অর্থ-বাজার (Money Market)

আর্থিক বাজারের (Financial Markets) দুটো উপাদানের একটি হলো অর্থবাজার (Money Market); অপর উপাদান বা অংগটি হচ্ছে মূলধন বাজার (Capital Market), খুব সংক্ষেপে বলা যায়, অর্থ বাজার হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্থিক স্বত্ব বা দাবীসমূহের লেনদেন সম্পন্ন হয়। মূলধন বাজারের সাথে অর্থবাজারের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট এবং তা সময়-ব্যবধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে সকল আর্থিক স্বত্ব বা দাবী (claims) এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ে পরিপক্কতা (maturity) লাভ করে সে সকল স্বত্ব বা দাবী অর্থবাজারের উপাদান (instruments) (যেমন, ট্রেজারী বিল, খোলাবাজারী ঋণ পত্র, মীমাংসাযোগ্য সঞ্চয় সার্টিফিকেট প্রভৃতি)। অন্যদিকে, মূলধন বাজারের উপাদানসমূহ দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ এক বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হবার পর প্রদেয় (যেমন - বিভিন্ন কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড, শিল্প ও কলকারখানা নির্মাণের জন্যে ঋণ, ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা ঋণ প্রভৃতি)।

অর্থনীতির অন্যান্য বাজারের মতো (দ্রব্যবাজার, শ্রমবাজার) অর্থবাজারেরও দুটো দিক রয়েছে - চাহিদা ও যোগান। অর্থের চাহিদা ও যোগানের দিক বিবেচনা করে অর্থনীতিবিদ Orley M. Amos, Jr. নিম্নোক্তভাবে অর্থ বাজারের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন -

"অর্থ বাজার বলতে এমন একটি বাজারকে বুঝায় যা বিভিন্ন সুদের হারে একটি অর্থনীতিতে অর্থের চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে" ["The money market is a market illustrating the interaction between the economy's demand for money and the available supply at different interest rates."]

অনুশীলন

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে কী হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে লিখুন: আলু বিক্রি করে ধান ক্রয়, ডালের কেজি প্রতি দাম ১৮ টাকা, সঞ্চয় করা, ঋণ পরিশোধ করা।

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আলোচনা থেকে আমরা ইতোমধ্যে অর্থের চাহিদা সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করেছি। অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব তথা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতানুসারে, জনসাধারণ শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রী কেনাবেচার জন্য অর্থ হাতে রাখে। অর্থনীতির উৎপাদন ও বন্টনের প্রকৃত প্রক্রিয়া অর্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম বা অর্থনীতিবিদ

অর্থের চাহিদা: সাধারণভাবে অর্থের চাহিদা বলতে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত সাধারণ জন গোষ্ঠী কর্তৃক নগদ অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকে বুঝানো হয়।

জে.এম. কেইন্স (J.M. Keynes) সর্বপ্রথম বৃহত্তর দৃষ্টিকোন থেকে অর্থের চাহিদার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। Keynes -এর মতে, জনসাধারণ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়। এগুলো হচ্ছে-

১. লেনদেনের উদ্দেশ্য (Transactions Motive)

২. সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য (Precautionary Motive)

৩. ফটকা কারবাবের উদ্দেশ্য (Speculative Motive)।

অর্থের লেনদেন চাহিদা (Transactions Demand for Money): অর্থের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার। নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় তা-ই অর্থের লেনদেন চাহিদা। লেনদেনের পরিমাণ যত বেশী হবে অর্থের চাহিদাও তত বেশী হবে। অন্যভাবে বলা যায়, একজন ব্যক্তির আয়ের সাথে অর্থের চাহিদার ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। আয় যত বেশী হবে, লেনদেনও তত বেশী হবে। সুতরাং অর্থের চাহিদাও সে অনুসারে বৃদ্ধি পাবে। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এটি প্রযোজ্য, তেমনি একটি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ একটি দেশের জাতীয় আয় যত বেশী হবে, জনগোষ্ঠীর অর্থের লেনদেনের চাহিদাও তত বেশী হবে। অন্যান্য বিষয়সমূহ স্থির ধরে নিয়ে জাতীয় আয় এবং অর্থের লেনদেন উদ্দেশ্যজনিত চাহিদাকে নিচের চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় -

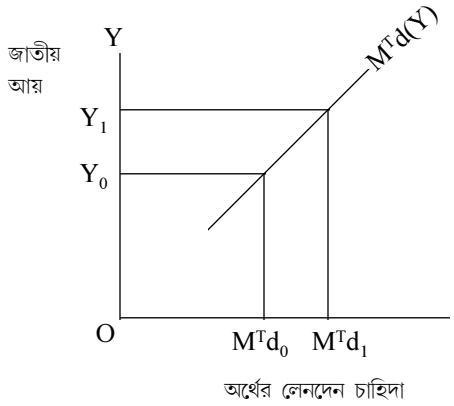

চিত্র ৬.১: অর্থের লেনদেন চাহিদা

চিত্র ৬.১ এর ভূমি অক্ষে অর্থের লেনদেন চাহিদা ও উল্লম্ব অক্ষে জাতীয় আয় দেখানো হয়েছে। $M^Td(y)$ রেখাটি অর্থের লেনদেন চাহিদা ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখাচ্ছে। চিত্রে দেখাযাচ্ছে জাতীয় আয় যখন y_o তখন অর্থের লেনদেন চাহিদা হলো M^Td_o এবং জাতীয় আয় যখন y_1 তখন অর্থের লেনদেন চাহিদা M^Td_1 অর্থাৎ জাতীয় আয় ও অর্থের লেনদেন চাহিদার মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান।

অর্থের লেনদেন চাহিদার পরিমাণ নির্ধারক দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো **আয় পরিশোধ পদ্ধতি।** একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। মনে করুন, ক ও খ দু'জন ব্যাংকার এবং এদের বার্ষিক গড় আয় সমান। কিন্তু 'ক' বেতন পান সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এবং 'খ' পান মাসিক ভিত্তিতে। এ উদাহরণে 'ক' -এর চেয়ে 'খ' -এর লেনদেন উদ্দেশ্যজনিত অর্থের চাহিদা বেশী হবে। একইভাবে, দৈনিক ভিত্তিতে বেতন বা মজুরীপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তির অর্থের লেনদেন চাহিদা খুবই সামান্য হবে।

অর্থের লেনদেন চাহিদা **সুদের হারের** উপরও নির্ভর করে। নগদ অর্থ কোন প্রকার আয় উপার্জন করতে পারে না। কিন্তু উক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখলে অথবা কোন প্রকার আর্থিক সম্পদে (যেমন - বন্ড, কোম্পানীর শেয়ার) বিনিয়োগ করলে একটি নির্দিষ্ট হারে আয় পাওয়া যায়। সুতরাং, সুদের হার যত বেশী হবে অর্থের লেনদেন চাহিদা তত কম হবে।

সতর্কতামূলক চাহিদা (Precautionary Demand): অপ্রত্যাশিত লেনদেন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ যে পরিমাণ অর্থ হাতে রাখতে চায় তাকে অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা বলে। টেকসই দ্রব্যসামগ্রী যেমন - মোটরগাড়ী, বাড়ীঘর প্রভৃতি মেরামত, অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিক্রির পরিমাণের অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে অপ্রত্যাশিত পরিমাণে লেনদেন সম্পন্ন করতে হয়। পূর্বে পরিকল্পনা করা যায় না এমন লেনদেনের ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যক্তিবর্গকর্তৃক রক্ষিত নগদ অর্থের পরিমাণকে অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা বলে। লেনদেন চাহিদার মতো অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদার পরিমাণ আয় এবং সুদের হারের ওপর নির্ভর করে।

ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদা (Speculative Demand): অর্থের লেনদেন ও সতর্কতামূলক চাহিদা মূলতঃ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহারকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থকে ব্যবহার করতে চাইলে ব্যক্তিবর্গ এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে নগদ অর্থ হাতে রাখার বিকল্প নেই। কারণ উল্লেখিত দু'ধরনের চাহিদাই দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা লেনদেনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু মূল্যের সংরক্ষক হিসেবে অর্থের ভূমিকা আয় উপার্জনে সক্ষম আর্থিক সম্পদসমূহের তুলনায় অত্যন্ত গৌন। অর্থের এ ভূমিকা উত্তম (superior) স্তরে উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিবর্গ সুদের হার তথা আর্থিক সম্পদসমূহের আয়-

হারের উত্থান-পতনের সাথে সংবেদনশীল হয়ে নগদ অর্থের পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে পারে। সুদের হারের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে আর্থিক-বাজার পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জনগণ যে পরিমাণ অর্থ হাতে রাখে তা অর্থের ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদা হিসেবে পরিচিত। অর্থের ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদার সাথে সুদের হারের বিপরীতসম্পর্ক বিদ্যমান। সুদের হার বাড়লে জনগণ অধিক পরিমাণ অর্থ আয় প্রদানকারী আর্থিক সম্পদসমূহের আকারে রাখবে, অর্থাৎ তাদের নগদ অর্থের চাহিদা হ্রাস পাবে। বিপরীতভাবে, সুদের হার কমলে জনগণ অধিক পরিমাণ অর্থ ফটকা উদ্দেশ্যে হাতে রাখবে এ আশায় যে ভবিষ্যতে সুদের হার তথা আর্থিক সম্পদের আয়-হার বাড়বে। নিচের চিত্রের সাহায্যে অর্থের ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদা ব্যাখ্যা করা হলো-

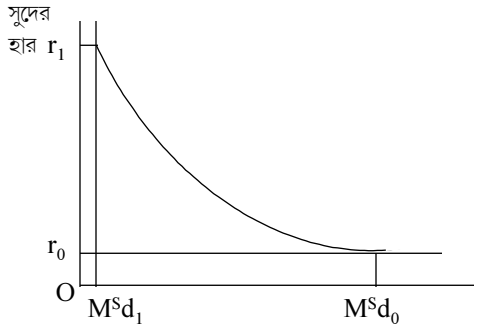

অর্থের ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদা (M^Sd)

চিত্র ৬.২: অর্থের ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদা

উপরের চিত্রে সুদের হার যখন r_0, ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদার পরিমাণ M^s_{do} যা নির্দেশ করছে যে, সুদের হার অত্যন্ত কম হলে জনগণ পুরো অর্থ ফটকা উদ্দেশ্যে হাতে রাখবে। তাদের ধারণা সুদের হার ভবিষ্যতে বাড়বে যখন আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগ লাভজনক বিবেচিত হবে। অন্যদিকে, r_1 সুদের হারে জনগণ কোন নগদ অর্থ ফটকা উদ্দেশ্যে রাখবে না, পুরো অর্থ আয়-প্রদানকারী আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগ করবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, অর্থের মোট চাহিদা আয়স্তর এবং সুদের হারের উপর নির্ভর করে। একটি নির্দিষ্ট আয়স্তরে অর্থের চাহিদা সুদের হারের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত হবে। আয়স্তর বাড়লে অর্থের চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে। নিচের চিত্রে (চিত্র ৬.৩) স্থির (given) আয়স্তর সাপেক্ষে অর্থের চাহিদা রেখা অংকন করা হলো। চিত্রের উল্লম্ব অক্ষে সুদের হার এবং ভূমি অক্ষে অর্থের চাহিদার পরিমাণ দেখানো হলো। Y_0 আয়স্তরে অর্থের চাহিদারেখা হবে M_{d0} (Y_0) এবং আয়স্তর বেড়ে Y_1 হলে অর্থের চাহিদারেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয় M_{d1} (Y_1)। এর অর্থ হচ্ছে, আয়স্তর বাড়লে একই সুদের হারে অর্থের

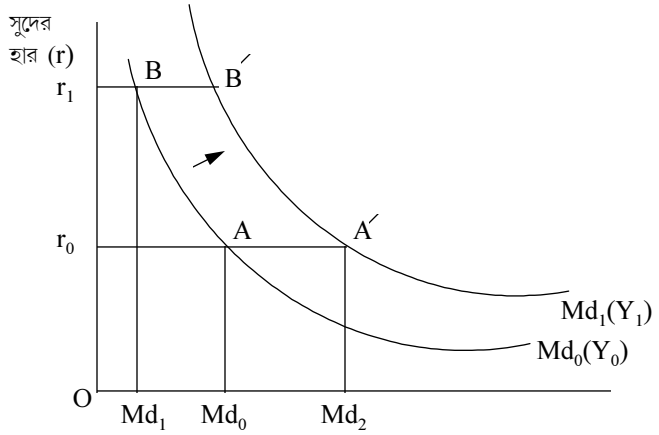

অর্থের চাহিদা (Md)

চিত্র ৬.৩: অর্থের চাহিদা

চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ, সুদের হার r_0 হলে Y_0 আয়স্তরে অর্থের চাহিদার পরিমাণ M_{d0}। কিন্তু আয়স্তর বেড়ে Y_1 হলে একই সুদের হারে অর্থের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে M_{d2} হবে।

অনুশীলন

নিচের বিষয়গুলোর কোন্‌টি কোন্ ধরনের চাহিদা নির্দেশ করে লিখুন:
মি. রহমান চিনি ক্রয়ের জন্য ৫০ টাকা হাতে রাখতে চাচ্ছেন, বন্যার ঝুঁকি এড়াবার জন্য মি. করিম ৫০০০ টাকা হাতে রেখেছেন, ভবিষ্যতে আয়-প্রদানকারী আর্থিক সম্পদে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মি. হাছান ১০,০০০ টাকা হাতে রেখেছেন।

অর্থের যোগান (Supply of Money)

সাধারণভাবে, অর্থের যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে বিদ্যমান অর্থের পরিমাণকে বুঝায়। কিন্তু শুধুমাত্র এটুকু বলে অর্থের যোগান সম্পর্কে সার্বিক ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ কোন্‌টি অর্থ এবং কোনটি অর্থ নয় -এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ক্ষেত্রভেদে কোন কোন দ্রব্যও অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। মনে করুন, আপনি এক প্যাকেট সিগারেটের বিনিময়ে একজোড়া কলম কিনলেন। এক্ষেত্রে আপনি সিগারেটকে অর্থ তথা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেন। অর্থনীতিতে এ ধরনের অর্থকে দ্রব্যঅর্থ (Commodity Money) বলা হয়। অর্থাৎ দ্রব্য-অর্থ হচ্ছে ঐ ধরনের দ্রব্য যার ব্যবহারিক মূল্য (Value in use) এবং বিনিময় মূল্য (Value in exchange) দুই-ই রয়েছে। অন্যদিকে, কাগজী এবং ধাতব মুদ্রা (যাদের শুধুমাত্র বিনিময় মূল্য রয়েছে) প্রভৃতি আইনানুগ অর্থ (Fiat Money) হিসবে পরিচিত।

ব্যবহারের সুবিধা তথা তারল্যের মাত্রা অনুযায়ী অর্থনীতিবিদগণ দু'ভাবে অর্থের যোগানের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন-

১. সংকীর্ণ অর্থে অর্থের যোগান

২. বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান

অর্থের যোগানঃ সংকীর্ণ ব্যাখ্যা: সংকীর্ণ অর্থে, অর্থের যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর হাতে রক্ষিত ধাতবমুদ্রা, কাগজী মুদ্রা এবং চাহিদা আমানতের (demand deposit) সমষ্টিকে বুঝানো হয়। প্রথমোক্ত দু'প্রকার অর্থের তারল্য (liquidity) সবচেয়ে বেশী। কারণ নগদ অর্থ যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়। চাহিদা আমানত বা চেকযোগ্য আমানত (checkable deposits) বা চলতি আমানত (current deposits)-কেও অর্থনীতিবিদগণ একই শ্রেণীভূক্ত করতে চান, কারণ নগদ অর্থের মতোই জনগণ চেকের মাধ্যমে যে কোন সময়ে এ ধরনের একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করতে পারেন অথবা চেকের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করতে পারেন। সংকীর্ণ অর্থকে (Narrow Money) সাধারণতঃ M_1 দ্বারা নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ M_1 = ধাতবমুদ্রা + কাগজীমুদ্রা + চাহিদা আমানত।

অর্থের যোগানঃ বিস্তৃত ব্যাখ্যা: বিস্তৃত অর্থে, যে সমস্ত আর্থিক সম্পদকে সরাসরি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে ব্যবহার করা যায় না অথচ খুব সহজে মুদ্রা বা চেকযোগ্য আমানতে রূপান্তর করা যায় ঐ সকল আর্থিক সম্পদকেও অর্থের যোগান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মেয়াদীআমানত (যেমন- স্থির আমানত, ডিপোজিট পেনশন স্কীম (DPS) প্রভৃতি) এবং সঞ্চয়ী আমানত এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থনীতিতে এ ধরনের অর্থকে প্রায়-অর্থ বা Near Money বলা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান হলো আইনানুগ অর্থ (Fiat Money) ও প্রায়-অর্থ (Near Money) -এর যোগফল। অর্থনীতিতে বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগানকে M_2 দ্বারা নির্দেশ করা হয়। কাজেই,

$M_2 = M_1$ + মেয়াদী আমানত + সঞ্চয়ী আমানত

$= M_1$ + Near Money.

যেহেতু একটি দেশের সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্যে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন সেহেতু অর্থের চাহিদার মতো অর্থের যোগান আয়স্তর বা সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের যোগান তাই স্থির। অবশ্য, অর্থবাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন বা রক্ষা করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্থের যোগান বাড়াতে বা কমাতে পারে। প্রথমটি সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি (Expansionary Monetary Policy) এবং দ্বিতীয়টি সংকোচনমূলক আর্থিক-নীতি (Contractionary Monetary Policy) নামে পরিচিত। নিচের চিত্রে অর্থের যোগান রেখা এবং সম্প্রসারণমূলক ও সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি ব্যাখ্যা করা হলো:

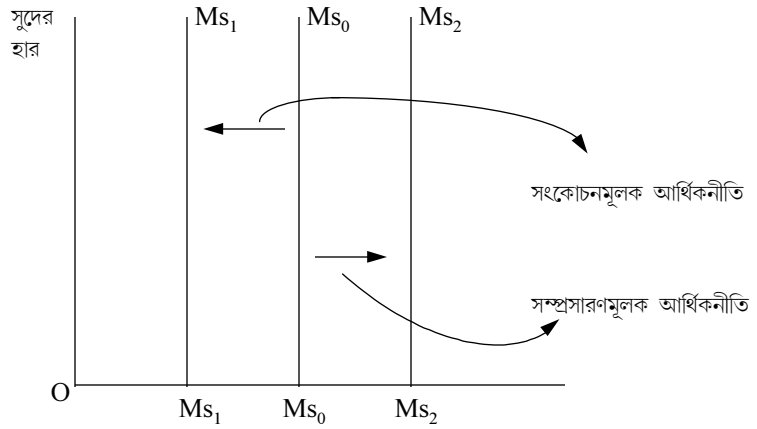

চিত্র ৬.৪: অর্থের যোগান

অর্থের যোগান সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। চিত্র ৬.৪ ভূমি অক্ষে আয়ের যোগান ও উল্লম্ব অক্ষে সুদের হার দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আয়ের যোগান রেখাগুলো উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। কেননা, মনে করি, M_{S0} প্রাথমিক যোগান রেখা। সরকার সম্প্রসারণমূলক আর্থিকনীতি গ্রহণ করলে অর্থের যোগান রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে M_{S2} হবে এবং সংকোচনমূলক আর্থিক নীতি অবলম্বন করলে যোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়ে M_{S1} হবে।

অনুশীলন

নিচের কোন্‌টি আইনানুগ অর্থ ও কোন্‌টি প্রায় অর্থ লিখুন:
পাঁচ টাকার নোট, ১ টাকার কয়েন, প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র, স্থির আমানত, সঞ্চয়ী আমানত।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. অর্থের লেনদেনজনিত চাহিদা শুধুমাত্র আয়ের উপর নির্ভর করে - সত্য/মিথ্যা
২. অর্থের ফটকা চাহিদা আয়ের উপর নির্ভর করে - সত্য/মিথ্যা
৩. মেয়াদী আমানত এক ধরনের প্রায়-অর্থ - সত্য/মিথ্যা
৪. অর্থের যোগান সুদের হারের উপর নির্ভরশীল - সত্য/মিথ্যা
৫. সুদের হার বাড়লে অর্থের সতর্কতামূলক চাহিদা কমবে - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের সংজ্ঞা প্রদান করুন
   ক. অর্থ খ. অর্থবাজার গ. অর্থের চাহিদা ঘ. অর্থের যোগান
২. পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন
   ক. অর্থবাজার ও মূলধন বাজার
   খ. দ্রব্য-অর্থ ও আইনানুগ অর্থ
   গ. আইনানুগ অর্থ ও প্রায়-অর্থ
   ঘ. M_1 ও M_2
৩. অর্থের কার্যাবলী সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৪. অর্থের বিভিন্ন প্রকার চাহিদার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৫. বিস্তৃত অর্থে অর্থের যোগান বলতে কী বুঝায়? অর্থের যোগানের বিভিন্ন উপাদানসমূহ উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. অর্থের কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়াই হলো অর্থ - এটা করে বক্তব্য?
   ক. জে. এম. কেইনস
   খ. এ্যাডাম স্মিথ
   গ. Walker
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. কোন্‌টি আর্থিক বাজারের উপাদান?
   ক. দ্রব্য বাজার
   খ. মূলধন বাজার
   গ. শ্রম বাজার
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. অর্থের লেনদেন চাহিদা নির্ভর করে
   ক. জাতীয় আয়ের উপর
   খ. অপ্রত্যাশিত প্রয়োজনের উপর
   গ. ভবিষ্যত আয়ের উপর
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৪. অর্থের ফটকা উদ্দেশ্যজনিত চাহিদারেখা
   ক. উর্ধ্বগামী
   খ. ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
   গ. নিম্নগামী
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৫. ডিপোজিট পেনশন স্কীম এক ধরনের
   ক. আইনানুগ অর্থ
   খ. প্রায়-অর্থ
   গ. ক ও খ এর কোনটিই নয়
   ঘ. ক ও খ উভয়ই।

সমস্যা

ধরুন, একটি অর্থনীতিতে ১৯৯৪ সনে অর্থের চাহিদা ছিল ১১০ মিলিয়ন টাকা এবং যোগান ছিল ১১০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৫ সনে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেল ৫০ মিলিয়ন টাকা। যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে আর্থের চাহিদা জাতীয় আয়ের ৮০% বৃদ্ধি পায় তাহলে ১৯৯৫ সনে অর্থের মোট চাহিদা কত ছিল? অর্থের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করতে হলে সরকারকে কী নীতি অবলম্বন করতে হবে?

পাঠ-৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Central Bank)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

যে কোন স্বাধীন এবং সার্বভৌম দেশে আধুনিক যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। দেশের ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রান এবং গতি সঞ্চার করে থাকে। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করে আমদানী রপ্তানির সমতা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হবার পর থেকে ৩০০ বছরেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সুইডেনের Riksbank হচ্ছে বিশ্বের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক যা ১৬৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বয়স যদিও তিন শতাব্দীরও বেশী, এর সত্যিকার কার্যক্রম এবং বিকাশ সাধিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ সালে কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এর প্রকৃত কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৪৪ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সূচনা হয় মূলতঃ একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮২ সালে ব্যাংক অব জাপান প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থায় শৃংখলা বজায় রাখার জন্য। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা পাওয়া ছিল একটি দৈব ঘটনা। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেকের সাহায্যে তাদের ব্যাল্যান্স মীমাংসা (clearing the balances) করার জন্য ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়ার পর থেকেই এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। আধুনিক কালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীকে তাই কতগুলো সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। এ পাঠে আমরা সংক্ষেপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা ও প্রধান কার্যাবলী সম্পর্কে জানব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা

এক কথায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করলে এর সম্পর্কে এটি সার্বিক ও পূর্ণাংগ ধারণা লাভ করা যাবে। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য। Paul A. Samuelson ও William D. Nordhaus প্রদত্ত নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি বিশেষণ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে আমরা একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারব:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক "সরকারকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সংস্থা যা একটি দেশের অর্থের যোগান ও ঋণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে পরিচালনা করে থাকে" (æA government established agency responsible for controlling the nation's money supply and credit conditions and for supervising the financial system, especially commercial banks")[১]।

> **অনুশীলন**
>
> বাংলাদেশ ব্যংকে নিবন্ধিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা কত? তন্মধ্যে কয়টি সরকারী? গ্রামীণ ব্যাংক কোন্ ধরনের ব্যাংক? বিষয়গুলো চিন্তা করুন ও লিখুন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করে থাকে-

নোট প্রচলন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকই একমাত্র ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা আইনগতভাবে বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজী ও ধাতব মুদ্রা ছাপানোর অধিকার রাখে। নোট প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধানতম কাজগুলোর একটি। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং প্রথা চালুর শুরু থেকেই নোট ছাপানোর দায়িত্বটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণভাবে নোট প্রচলনের ব্যাংক (Bank of Issue) হিসেবে পরিচিত ছিল। নোট প্রচলনের একচেটিয়া আধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো এই যে, এর ফলে ইস্যুকৃত নোটের সমজাতীয়তা রক্ষা করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ-সৃষ্টি (excessive credit creation) নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সরকারের ব্যাংক, উপদেশ দাতা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের রাজস্ব-প্রতিনিধি (agent) তথা কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংকিং হিসাব সমূহ (banking

accounts) পরিচালনা করে থাকে। সরকারের আর্থিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে, সরকারের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে, সরকারের পক্ষে ঋণপত্র প্রচলন করে, সরকারের রাজস্ব এবং আর্থিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন করে এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের উত্তম পরামর্শক হিসেবে কাজ করে।৭

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নগদ আমানতের তত্ত্বধায়ক: সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের সঞ্চয় আমানত রাখে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের নগদ জমার একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়। অবশ্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নগদ জমার একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এটি আমানত হার বা Reserve ratio নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনে এ হার বাড়াতে বা কমাতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের চূড়ান্ত আমানত বা reserve -এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিল বাট্টা (discount) করে ঋণ প্রদান করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের নীতি নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা এবং নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব একটি দেশের আর্থিক খাতকে সমন্বিত (Integrated) এবং শৃংখলাবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বা অবলম্বন। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঞ্চয় থেকে তাদের নগদ জমা গড়ে তুলে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণ তাদের আমানতের একটি বড় অংশ উঠিয়ে নিতে পারে (দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা, যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা বা সূত্রপাত প্রভৃতি পরিস্থিতিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে)। এটি আমানত রক্ষাকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য একটি সংকটকাল। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের এ আর্থিক সংকটের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হুন্ডি বা বিল ভাঙ্গিয়ে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত reserve থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারেরও ঋণ প্রাপ্তির শেষ আশ্রয়স্থল।

কেন্দ্রীয় নিকাশ-ঘর: অন্যান্য ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিকাশ-ঘর বা clearing house বলা হয়। দেশের সকল ব্যাংকের হিসাব পত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক দৈনিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে থাকে। এতে বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনার হিসেব খুব সহজেই জানা সম্ভব। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিটি চালু করে। সময়ের প্রবাহে এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রথাগত কাজে পরিণত হয়েছে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো - এতে প্রতিটি ব্যাংককে আলাদা আলাদাভাবে তাদের লেনদেনের মীমাংসা করতে হয় না। যেহেতু অন্যান্য ব্যাংকের নগদ জমার একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধুমাত্র entry স্থানন্তর করে বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনার মীমাংসা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এতে সময়ের অহেতুক অপচয় ঘটে না।

ঋণের নিয়ন্ত্রক: আধুনিক ব্যাংকিং জগতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত। বস্তুতঃ ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অন্যান্য কাজগুলোর সমন্বয় ঘটায় যা একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। অর্থ-বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সুস্পষ্ট। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় টাকার চেয়ে ঋণের গুরুত্ব অধিক। ঋণের অতিরিক্ত বৃদ্ধি বা হ্রাস অর্থের মূল্যমানের পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন দেখা দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সুস্পষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদানের নির্দেশ দিয়ে থাকে। এ সমস্ত নীতিমালা যেমন জামানতের ধরন, বন্ধকী জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারণ, ঋণ পরিশোধের কিস্তি এবং শর্তাবলী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নামে পরিচিত। পরোক্ষভাবে, কেন্দ্রীয়ব্যাংক নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে-

ক. ব্যাংক হারের পরিবর্তন: এটি এমন একটি হার যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হুন্ডি বা বিল ভাঙ্গানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ থেকে গ্রহণ করে থাকে, অথবা নিজস্ব ঋণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদান করে থাকে।

খ. খোলাবাজার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ঋণপত্র বিক্রয় করার অর্থ হলো অর্থনীতিতে অর্থের যোগান কমিয়ে দেওয়া অর্থাৎ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করা। অন্যদিকে, ঋণপত্র ক্রয় করে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করে থাকে।

গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত হার পরিবর্তন: আমানত হার বাড়ালে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। কারণ পূর্বের তুলনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের নগদ আমানতের অধিক অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে বাধ্য। বিপরীতভাবে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষক এবং হার নির্ধারণকারী: কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার মূল কারণ হলো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক লেনদেন হিসাবের সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্যদিকে, লেনদেনের ভারসাম্য যদি প্রতিকূল হয় তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পুরোটা ব্যবহার করতে পারে না। আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ নোট ইস্যু এবং আমানত দায়ের (Deposit liabilities) বিপরীতে সব সময় জমা রাখতে বাধ্য।

বিবিধ কার্যাবলী: উপরোক্ত সাধারণ কাজগুলো ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কতগুলো কাজ সমাধা করে থাকে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়তঃ ঋণ কাঠামো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্য অপরিবর্তিত রাখে। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের জন্য শিল্প ঋণ সংস্থা এবং কৃষি ঋণ সংস্থার মত প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে এবং ক্ষেত্রভেদে সরাসরি ঋণ প্রদান করে থাকে। শেষোক্ত বিষয়টি বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

অনুশীলন

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি? বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন ভূমিকা আছে কি? চিন্তা করুন ও লিখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. বিশ্বের সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম হলো ব্যাংক অব ইংল্যান্ড - সত্য/মিথ্যা
২. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৪ সালে - সত্য/মিথ্যা
৩. ব্যাংক অব জাপান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৪ সালে - সত্য/মিথ্যা
৪. নোট প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার - সত্য/মিথ্যা
৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের সম্পূর্ণ অংশ সঞ্চালন বা ব্যবহার করার অধিকার রাখে - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করুন।
২. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে অবদান রাখতে পারে?
৪. ঋণের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?
৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. Riksbank কত সনে প্রতিষ্ঠিত হয়
   ক. ১৯৩৫
   খ. ১৯৪৫
   গ. ১৭৫০
   ঘ. ১৬৬৮
২. কাগজী ও ধাতব মুদ্রা ছাপায়
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক
   খ. সমবায় ব্যাংক
   গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৩. বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচিত ছিল
   ক. জামানতের ব্যাংক হিসেবে
   খ. নোট প্রচলনের ব্যাংক হিসেবে
   গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৪. নিকাশ ঘর থাকে বলা হয়
   ক. কৃষি ব্যাংককে
   খ. সোনালী ব্যাংককে
   গ. বাংলাদেশ ব্যাংককে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৫. দেশের মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হচ্ছে
   ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ
   খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
   গ. ক ও খ উভয়ই
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বহুদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে তা লিখুন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজী মুদ্রাগুলোর মধ্যে কোন্‌গুলো জনগণ গ্রহণ করতে বাধ্য? উল্লেখ্য যে, যেসব কাগজী মুদ্রার উপর অর্থসচিবের স্বাক্ষর রয়েছে সেগুলোকে জনগণ গ্রহণ করতে বাধ্য। আর যেগুলোর উপর গভর্ণরের দস্তখত রয়েছে সেগুলো জনগণ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।

পাঠ-৪ মুদ্রাস্ফীতিঃ ধারণা, কারণ ও ফলাফল (Inflation: Concept, Cause and Affect)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- সূত্রের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করতে পারবেন
- মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- একটি দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশেণ্ডষণ করতে পারবেন

ভূমিকা

মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির একটি জটিল ব্যাধি। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্যমান তথা মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এ পাঠে আমরা মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা, বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতির কারণ ও একটি দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সম্পর্কে জানব।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুদ্রাস্ফীতি একটি অত্যন্ত আলোচিত ইস্যু বা বিষয়। সাধারণভাবে, মুদ্রাস্ফীতি বলতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের যে কোন বৃদ্ধিকে অথবা কিছু সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন অর্থনীতিতে কিছু সংখ্যক দ্রব্যের দাম বাড়তে পারে আবার কোন কোন দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমতেও পারে। দাম বাড়া বা কমার এ প্রক্রিয়া যদি পরস্পরের সমান হয় তবে তা মুদ্রাস্ফীতি বলে গণ্য হবে না। একইভাবে, দ্রব্যমূল্যের ক্ষণস্থায়ী বৃদ্ধিকেও মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি হলো সাধারণ দামস্তরের সেই বৃদ্ধি যা সময়ের ব্যবধানে অব্যাহত থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পেলে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায়। অর্থাৎ একই পরিমাণ অর্থ পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে সক্ষম। কাজেই অন্যভাবে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি হলো অর্থের মূল্যের ক্রমাগত হ্রাস। অর্থনীতিবিদ T. Black এবং D. Daniel -এর মতে, "যখন অধিকাংশ দ্রব্যের দাম বাড়ে এবং অন্যান্য দ্রব্যের দামের পতন দ্বারা তা শোধিত (offset) হয় না শুধুমাত্র তখনই অর্থের মূল্য হ্রাস পেতে থাকে এবং যখন অর্থের মূল্য হ্রাস পেতে থাকে শুধুমাত্র তখনই আমরা বলতে পারি যে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে" (æOnly when prices of most goods are rising and are not accompanied by offsetting declines in other prices is the value of the monetary unit falling; and only when the value of the monetary unit is falling do we have inflation")[1]। মুদ্রাস্ফীতির হার সাধারণতঃ বছরের হিসাবে প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তনই হচ্ছে বর্তমান বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার। মনে করি, P_t = বর্তমান বছরের সাধারণ দামস্তর; P_{t-1} = পূর্ববর্তী বছরের সাধারণ দামস্তর। এক্ষেত্রে নিচের সহজ সূত্রটি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করা যায়:

$$\text{t বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{\text{t বছরের সাধারণ দামস্তর} - \text{(t-1) বছরের সাধারণ দামস্তর}}{\text{(t-1) বছরের সাধারণ দামস্তর}} \times ১০০$$

$$= \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times ১০০$$

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝা যেতে পারে। ধরুন ১৯৯৪ সনে বাংলাদেশের সাধারণ দামস্তর (P_{94}) ছিল ৫০ টাকা এবং ১৯৯৫ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ টাকা হল।

$$\text{এখন ১৯৯৫ সনে মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{P_{95} - P_{94}}{P_{94}} * ১০০$$

$$= \frac{৫৪ - ৫০}{৫০} * ১০০$$

$$= ৮$$

অতএব, ১৯৯৫ সনে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৮%।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধির মাত্রা বা হার অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার শতকরা ২ ভাগের কম হলে তাকে **হামাগুড়ি বা অত্যন্ত ধীরে চলা মুদ্রাস্ফীতি (creeping Inflation)** বলে। বাংলাদেশের ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ অর্থিক বছরের মুদ্রাস্ফীতির হারকে (যথাক্রমে ১.৪% ও ১.৮%) creeping inflation বলা যায়। মুদ্রাস্ফীতির হার যদি ৮-১০% হয় তবে তা Walking inflation নামে পরিচিত। এ দুই শ্রেণীর মুদ্রাস্ফীতিকে স্বাভাবিক১ মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার যদি দুই বা তিন অংক বিশিষ্ট হয় (যেমন ২০%, ৫৯%, ২০০%) তবে তাকে **ধাবমান বা পঙ্গুতগতির মুদ্রাস্ফীতি (Running or Galloping Inflation)** বলা হয়। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের মুদ্রাস্ফীতির হার ৫০% থেকে ৭০০% এর মধ্যে ছিল। অত্যন্ত দ্রুতগতি বা দামস্তরের আকাশচুম্বী বৃদ্ধিকে **hyperinflation** বলা হয়। এটি এমন এক পরিস্থিতি যখন অর্থের মূল্য প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯২২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় দু'বছরের ব্যবধানে জার্মানীতে সাধারণ দামস্তরের সূচক ১ থেকে ১০,০০০,০০০,০০০ - তে দাঁড়ায়। নিচের চিত্রের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:

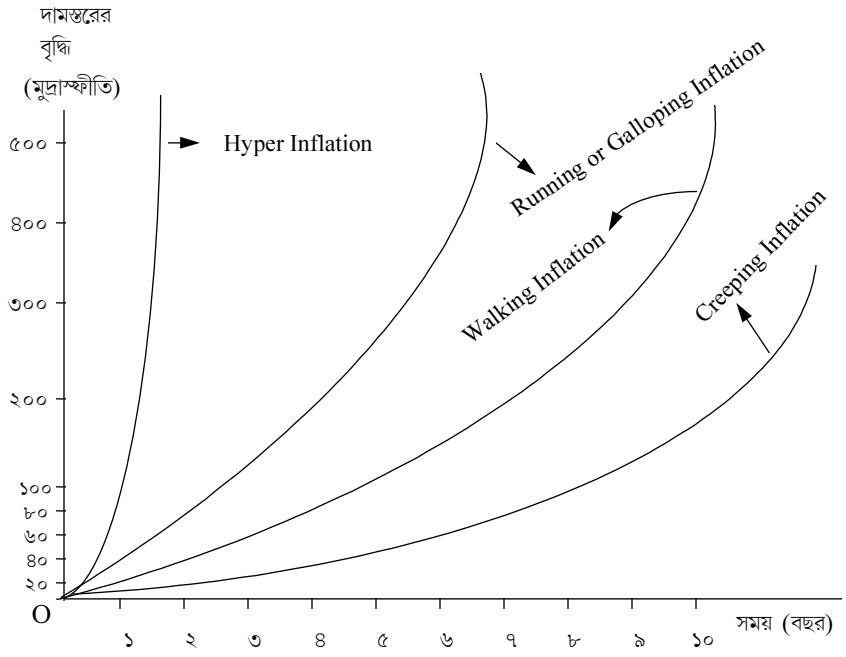

চিত্র ৬.৪: মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

চিত্র: ৬.৪: মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

অনুশীলন

নিচে কয়েকটি দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার উল্লেখ করা হলো: ১০%, ২০%, ৫%, ১০২%, ১০০০% এগুলোর কোন্‌টি কোন্‌ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে? চিন্তা করুন ও লিখুন।

মুদ্রাস্ফীতির পরিমাপ

আমরা জানি, মুদ্রাস্ফীতি বলতে দামস্তর বৃদ্ধির অব্যাহত প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। সাধারণতঃ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দামস্তর ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হয়। এগুলো হলো -

ক. জাতীয় আয় ডিফ্লেটর (GNP Deflator);

খ. ভোগ্য দ্রব্যের দাম সূচক (Consumer Price Index - CPI);

গ. উৎপাদক-দ্রব্যের দাম সূচক (Producer Price Index - PPI)।

ক. **জাতীয় আয় ডিফ্লেটর:** জাতীয় আয় ডিফ্লেটর বা জাতীয় আয়ের মূল্য ডিফ্লেটর হচ্ছে আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়ের অনুপাত। এ বিষয়ে ইউনিট-২ এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. **ভোগ্য দ্রব্যের দাম সূচক:** এটি পরিবারবর্গ, বিশেষ করে শহরে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গকর্তৃক ক্রীত ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য বা দামের সূচক। একটি অর্থনীতিতে দামস্তর তথা মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপের জন্য ভোগ্য দ্রব্যের দামসূচক সাধারণভাবে

ব্যবহৃত একটি সূচক। এক গুচ্ছ বাছাইকৃত দ্রব্যসামগ্রীর বর্তমান বছরের দামের সাথে পূর্ববর্তী বছরের দামের তুলনা করে এ সূচক তৈরি করা হয়। এবিষয়ে বিস্তৃত ধারণা লাভের জন্য আপনি পরিসংখ্যান পরিচিতি (MGD 2207) বইটির ইউনিট-৬ এর পাঠ-২ পড়ুন।

গ. **উৎপাদক দ্রব্যের দাম সূচক:** এক গুচ্ছ বাছাইকৃত কাঁচামাল ও মাধ্যমিক দ্রব্যের (intermediate goods) বিভিন্ন বছরের দামস্তরের তুলনা করে উৎপাদক দ্রব্যের দামসূচক পরিমাপ করা হয়। যেহেতু এ সূচক শুধুমাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বিবেচনা করে সেহেতু ইহা দামস্তরের সার্বিক পরিবর্তন (Over all changes in the price level) পরিমাপ করতে পারে না।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

মুদ্রাস্ফীতি কেন ঘটে? এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, অর্থের যোগান বৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ। অন্যদিকে, কেইনসীয় অর্থনীতিবিদগণ সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী।

ক. **অর্থের অতিরিক্ত যোগান:** ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ মনে করে থাকেন যে, অর্থের যোগান এবং সাধারণ দামস্তরের মধ্যে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বিশেণ্ডষণের সাথে এ বক্তব্য অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থের যোগান যদি এমন স্তরে বজায় রাখা হয় যা অর্থের চাহিদার চেয়ে বেশী তাহলে অতি অবশ্যই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। এ বক্তব্যটি ঐতিহাসিকভাবেও সত্য। এ পর্যন্ত যে সমস্ত বড় ধরনের এবং দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিটির সাথে অর্থের যোগানের গুরুত্বপূর্ণ (significant) বৃদ্ধি জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমান দিয়ে কোন একটি বিষয়কে তাত্ত্বিক কারণ হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে অর্থের যোগান কীভাবে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী? অন্যভাবে বলা যায়, ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য মুদ্রাস্ফীতির ঘটনাসমূহে অর্থের অতিরিক্ত যোগান কীভাবে সম্ভব হয়েছিল? মুদ্রাস্ফীতির বড় মাপের ঘটনাগুলো সাধারণতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যুদ্ধাস্ত্র তৈরী এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকার অর্থের যোগান বৃদ্ধিকেই বেছে নেয়। যুদ্ধের সময় সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়। কিন্তু যেহেতু কাগজী মুদ্রা ছাপানো খুবই সহজ একটি প্রক্রিয়া, সরকার সেহেতু নতুন মুদ্রা সৃষ্টিকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়।

খ. **সরকারের ঘাটতি ব্যয়:** সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের সাথে মুদ্রার যোগানের প্রত্যক্ষ বা ধনাত্বক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ঘাটতি ব্যয় বাড়লে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতিবিদগণ তাই ঘাটতি ব্যয়কেও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। আধুনিককালে, অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ বা বজায় রাখার পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের উপর ন্যাস্ত এবং অধিকাংশ সরকার তাদের খরচ মেটানোর জন্য অথবা সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের জন্য রাজস্বনীতির চেয়ে অর্থের যোগান বা নতুন অর্থ ছাপানোকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে থাকে। ঘাটতি ব্যয় যে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর জার্মানী। মিত্র বাহিনীর কাছে পরাজয়ের পর ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানীকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেহেতু সরকার উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছিল না সেহেতু ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে অর্থ ধার করা শুরু করে। প্রথমদিকে সরকার শুধুমাত্র জনসাধারণের নিকট ঋণপত্র বিক্রি করে। কিন্তু উত্তোলিত অর্থ ব্যয়নির্বাহের জন্য যথেষ্ট প্রমানিত না হওয়ায় সরকার ঋণপত্র বা বন্ডসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাট্টা করতে শুরু করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন অর্থ ছাপিয়ে ঋণপত্র বা বন্ডের মূল্য পরিশোধ করে যার ফলে জার্মান অর্থনীতিতে অর্থের যোগান অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে জার্মানীতে hyperinflation -এর ঘটনা ঘটে।

গ. **সামগ্রিক চাহিদার অতিরিক্ত পরিমাণ:** কেইনসীয় অর্থনীতিবিদদের মতে, পূর্ণ-নিয়োগ স্তরে (Full employment level) দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা বেশী হওয়াই মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ। সামগ্রিক চাহিদা বলতে C + I + G কে বুঝানো হয়। মনে করি, পূর্ণ নিয়োগস্তরে সামগ্রিক যোগান $=Y_F$। সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা তথা দ্রব্য বাজারের ভারসাম্য বজায় থাকবে যদি $Y_F = C + I + G$। এখন মনে করুন, কোন কারণে বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং নতুন C + I + G বা সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা বেশী হবে যা অতিরিক্ত চাহিদা হিসেবে বিবেচিত। যেহেতু সামগ্রিক যোগান Y_F স্তরে স্থির (লক্ষ্য করুন, Y_F পূর্ণনিয়োগ স্তরে সামগ্রিক যোগান নির্দেশ করছে অর্থাৎ অর্থনীতিতে অতিরিক্ত উৎপাদনের ক্ষমতা নেই) সেহেতু দামস্তর বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতি একটি নতুন ভারসাম্যে উপনীত হবে, তবে অর্থনীতিতে অতিরিক্ত ক্ষমতা (excess capacity) বিদ্যমান থাকলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাম স্থায়ী হবে না। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে দামস্তর যতোটা বেড়েছে নতুন উৎপাদনের ফলে দামস্তর তার নিচে নেমে আসবে। সামগ্রিক চাহিদা দামস্তরকে টেনে উপরের দিকে তুলে বলে এটি **Demand-pull inflation** নামেও পরিচিত।

ঘ. **উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি:** ১৯৫০ -এর পূর্ব পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে সামগ্রিক চাহিদার অতিরিক্ত পরিমাণকেই নির্দেশ করা হত। উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি তথা উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধিও যে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী হতে পারে এ ধারণা ১৯৫০ -এর পর থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে দু'ভাবে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ আমরা বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর যে দাম লক্ষ্য করি তাকে একটি mark-up হিসেবে দেখা যায়। অর্থাৎ উৎপাদনের গড় খরচের সাথে একটি অংক (গড় মুনাফা) যোগ করে দাম নির্ধারণ করা হয়। এখন মনে করুন, শ্রমিকের মজুরী বেড়েছে। এর

ফলস্বরূপ mark-up দামও বাড়বে যদি না মজুরী বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম বৃদ্ধি পেলে এদের নিয়োগের পরিমাণ কমবে। সুতরাং একই দামস্তরে সামগ্রিক যোগানের পরিমাণ সামগ্রিক চাহিদার চেয়ে কম হবে। কাজেই অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির সাথে জড়িত বলে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি **ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation)** নামে পরিচিত। অনেক অর্থনীতিবিদ ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে শ্রমিক সংঘ (trade union) কর্তৃক মজুরী বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সনাক্ত করে থাকেন।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

মুদ্রাস্ফীতিকে সাধারণভাবে একটি মন্দ ধারণা (phenomenon) হিসেবে বিচার করা হয়। রাজনীতিবিদ এবং নীতি নির্ধারকদের নিকট মুদ্রাস্ফীতি একটি বিপদ সংকেত স্বরূপ। মুদ্রাস্ফীতি কতটা বিপজ্জনক তা নির্ভর করে এটি পুরো অর্থনীতির কতটুকু ক্ষেত্র জুড়ে বিদ্যমান তার উপর। বিশুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতি (pure inflation) অর্থনীতির প্রতিটি খাতের আর্থিক মূল্যকে সমানভাবে স্পর্শ করে। তাই বিশুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতি মোটেই বিপজ্জনক নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টি ব্যাখ্যা করব। মনে করুন, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য প্রতিটি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা যেমন চাল-ডাল-চিনি-লবন-টিনজাত দুধ-বাড়ীভাড়া প্রভৃতির বাজার দাম ১০% বেড়েছে। সাথে সাথে আপনার বেতনও ১০% বেড়েছে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং জনগণের আয় সমান হারে বাড়ে না। অর্থাৎ বাস্তবে বিশুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতি অনুপস্থিত। সুতরাং এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির বিভিন্ন খাত এবং বিভিন্ন পেশার লোকজনের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাব ফেলবে। মুদ্রাস্ফীতির এ প্রভাবগুলোকে দুটো সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় - (১) আয় ও সম্পদের বন্টনের উপর প্রভাব এবং (২) উৎপাদন এবং নিয়োগের উপর প্রভাব।

আয় ও সম্পদের বন্টনের উপর প্রভাব: প্রথমত: মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বিভিন্ন হারে বাড়তে পারে। মনে করি, কোন অর্থনীতিতে শুধুমাত্র দুটো মাত্র দ্রব্য X এবং Y উৎপাদিত হয় এবং শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ। আরো মনে করি যে, শ্রমিকরা শুধুমাত্র একটি কাজে বিশেষভাবে দক্ষ এবং পেশাগতভাবে গতিশীল নয়। অর্থাৎ X দ্রব্য উৎপাদনকারী শ্রমিক Y দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না এবং Y উৎপাদনকারী শ্রমিক X উৎপাদন করতে পারে না। এখন মনে করুন, X -এর দাম ১০% বেড়েছে এবং Y -এর দাম বেড়েছে ২০% এবং X দ্রব্য উৎপাদনকারীর বার্ষিক আয় ১০% এবং Y দ্রব্য উৎপাদনকারীর বার্ষিক আয় ২০% ভাগ বেড়েছে। যেহেতু উৎপাদনকারীর আয় উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে বন্টিত হবে সেহেতু X দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমিকের আয় বাড়বে ১০% এবং Y দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকের আয় বাড়বে ২০%। এ উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুদ্রাস্ফীতি দু'দল শ্রমিককে দু'ভাবে প্রভাবিত করেছে। X -দ্রব্য উৎপাদনকারী শ্রমিক আগের তুলনায় কম পরিমাণে X ও Y দ্রব্য ভোগ করতে পারবে। অন্যদিকে Y দ্রব্য উৎপাদনকারী শ্রমিক আগের তুলনায় বেশী পরিমাণে X ও Y দ্রব্য ভোগ করতে পারবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, দ্রব্যের দাম এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের আয়ের পরিবর্তন সমানুপাতিক না হলে আয়ের বন্টনগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

দ্বিতীয়ত: মুদ্রাস্ফীতির ফলে সম্পদের দাম সমহারে না বাড়লে আয় এবং সম্পদের বন্টনে পরিবর্তন আসবে। সাধারণতঃ মুদ্রাস্ফীতির ফলে বস্তুগত সম্পদ যেমন - বাড়ীঘর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির তুলনায় আর্থিক সম্পদ যেমন সঞ্চয়ী আমানত, কর্পোরেট বন্ড প্রভৃতির মূল্য অধিক হারে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে আর্থিক সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ অধিকতর লাভবান হয়, অর্থাৎ আয় ও সম্পদ আর্থিক সম্পদের অধিকারীদের পক্ষে পুনর্বন্টিত হয়।

উৎপাদন ও নিয়োগের উপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির ফলে একটি অর্থনীতির সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। বিশুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতিতে সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার আর্থিক মূল্য সমানভাবে বাড়ে না বলে লেনদেন খরচ বৃদ্ধি পায় যার ফলে প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যাক্। মুদ্রাস্ফীতি অতি অবশ্যই নগদ অর্থ এবং চলতি আমানতের ক্রয় ক্ষমতা কমায়। কারণ নগদ অর্থ ও চলতি আমানত কোন প্রকার আয় উপার্জন করে না। কাজেই অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জনগণ খুব অল্প পরিমাণ অর্থ নগদ বা চলতি আমানতে রাখবে। বিকল্প হিসেবে জনগণ এমনসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে যেগুলোর মূল্য বাড়ে অথবা জনগণ সুদ-প্রদানকারী আর্থিক সম্পদসমূহে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করবে। কিন্তু অর্থের চূড়ান্ত ব্যবহার হচ্ছে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়। কাজেই আরেকটি বিকল্প হতে পারে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করা। শেষোক্ত প্রক্রিয়ার সাথে লেনদেন খরচ (Transaction cost) জড়িত। কারণ অধিকাংশ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ধ্বংশশীল। সুতরাং এগুলো বারবার ক্রয় করতে হয়। এমনকি নগদ অর্থকে আর্থিক সম্পদে রূপান্তর বা হস্তান্তরের সাথেও লেনদেন খরচ জড়িত। লেনদেন খরচ হচ্ছে এক ধরনের অপচয় যা অন্যথা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হতে পারত। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে।

উপরের বক্তব্য বাস্তবে পরিদৃষ্ট ঘটনার সাথে সংগতিহীন। সাধারণতঃ অপ্রত্যাশিতভাবে বর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির সাথে সাথে উৎপাদন এবং নিয়োগ দুই-ই বাড়ে। একইভাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাসমান মুদ্রাস্ফীতির সাথে সাথে বেকারত্ব বাড়ে এবং উৎপাদন কমে। কিন্তু বাস্তবে পরিদৃষ্ট এসব সম্পর্কের কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। অর্থাৎ এটা বলা কঠিন যে, মুদ্রসস্ফীতিই উৎপাদন বা নিয়োগস্তর বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণ। মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ও নিয়োগস্তরের ফলাফলও হতে পারে। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে,

স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতির সাথে উৎপাদন ও নিয়োগস্তরের সম্পর্ক থাকতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে মুদ্রাস্ফীতির সাথে উৎপাদন ও নিয়োগস্তরের কোন সম্পর্ক নেই।

অনুশীলন

ধরুন, আপনার আয় ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে সকল ভোগ্যদ্রব্যের বাজারদামও ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে কোন্ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বিরাজ করছে? চিন্তা করুন ও লিখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয় - সত্য/মিথ্যা
২. ১২% মুদ্রাস্ফীতিকে Creeping inflation - সত্য/মিথ্যা
৩. অর্থের যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির একটি অন্যতম কারণ - সত্য/মিথ্যা
৪. বিশুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির প্রতিটি খাতকে সমানভাবে স্পর্শ করে - সত্য/মিথ্যা
৫. মুদ্রাস্ফীতির ফলে একটি অর্থনীতির সার্বিক উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা দিন। কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা যায়?
২. বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা প্রদান করুন।
৩. মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. আয় ও সম্পদের বন্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আলোচনা করুন।
৫. মুদ্রাস্ফীতি কি অতি অবশ্যই উৎপাদন এবং নিয়োগস্তরকে প্রভাবিত করতে পারে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মুদ্রাস্ফীতি হলো-
   ক. যে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি
   খ. সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি
   গ. সকল দ্রব্যের স্থায়ী দাম বৃদ্ধি
   ঘ. যে কোন দ্রব্যের স্থায়ী দাম বৃদ্ধি
২. Demand-pull inflation ঘটে-
   ক. সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষা সামগ্রিক যোগান বেশী হলে
   খ. সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা সামগ্রিক চাহিদা বেশী হলে
   গ. সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা সমান হলে
৩. দুই অংক বিশিষ্ট মুদ্রাস্ফীতির হারকে বলা হয়
   ক. Hyper inflation
   খ. Creeping inflation
   গ. ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়
৪. নিচের কোন্‌টি মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী নয়
   ক. সরকারের ঘাটতি ব্যয়
   খ. অর্থের অতিরিক্ত যোগান
   গ. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি
   ঘ. উৎপাদন বৃদ্ধি

৫. স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে
   ক. নিয়োগস্তর বৃদ্ধি পায়
   খ. নিয়োগস্তর হ্রাস পায়
   গ. উৎপাদন হ্রাস পায়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সমস্যা

১. মনে করুন, ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের সাধারণ মূল্যস্তরের সূচক ছিল ১৭০ এবং ১৯৯৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০ হয়। ১৯৯৪ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল?

২. ইতোমধ্যে গঠিত জাতীয় পে-কমিশনের রির্পোটের ভিত্তিতে যদি আপনার বেতন বৃদ্ধি পায় এবং একই হারে বাজারে সকল ভোগ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে বেতনবৃদ্ধির ফলে আপনার লাভ হবে কি?

উত্তরমালা

পাঠ-১

- সত্য-মিথ্যা
  ১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
  ১. খ, ২. গ. ৩. ক, ৪. ক, ৫. খ

পাঠ-২

- সত্য-মিথ্যা
  ১. মিথ্যা, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. মিথ্যা, ৫. সত্য
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
  ১. গ, ২. খ. ৩. ক, ৪. গ, ৫. খ

পাঠ-৩

- সত্য-মিথ্যা
  ১. মিথ্যা, ২. সত্য, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
  ১. ঘ, ২. গ. ৩. খ, ৪. গ, ৫.

পাঠ-৪

- সত্য-মিথ্যা
  ১. মিথ্যা, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. সত্য
- নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
  ১. গ, ২. খ. ৩. গ, ৪. খ, ৫. খ